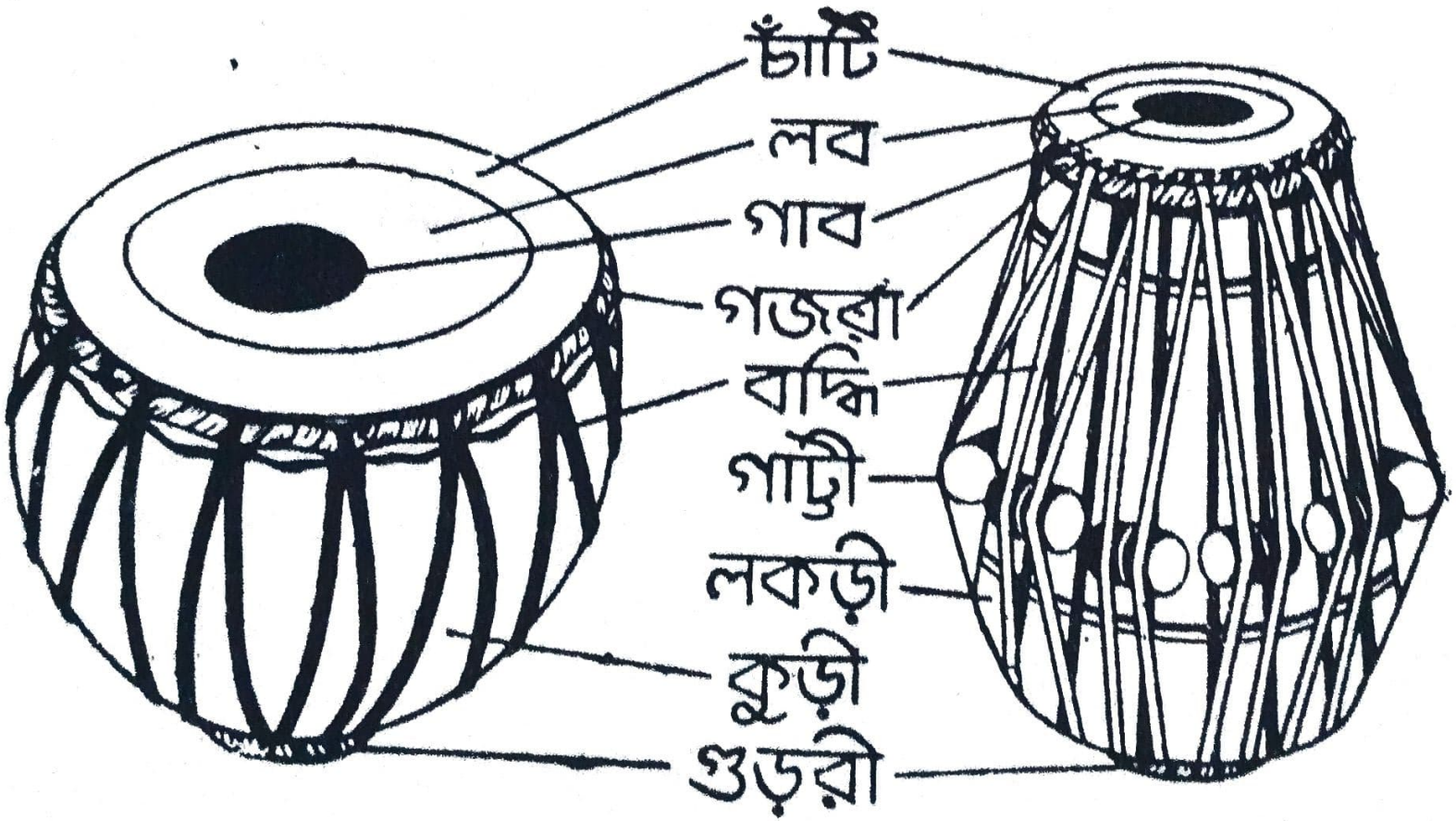

॥ তবলার অঙ্গবর্ণনা ॥

তবলার দুইটি ভাগ তবলা ও বাঁয়া। যাহা ডান হাত দ্বারা বাজান হয় তাহাকে বলা হয় তবলা বা ডাহিনা এবং যাহা বাম হাত দ্বারা বাজান হয় তাহাকে বলা হয় বাঁয়া বা বামা।

[তবলার অঙ্গ]

[১] কাঠ বা লকড়ী ঃ তবলার প্রধান অঙ্গটিকে কাঠ বা লকড়ী বলা হয়। এই প্রধান অঙ্গটি সাধারণতঃ আম, কাঁঠাল, নিম, শীষম, চন্দন প্রভৃতি কাঠ দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে। ইহার ভিতরটা ফাঁপা। আকৃতি গোল এবং উচ্চতায় প্রায় এক ফুট হইয়া থাকে। ইহার মুখ অংশ পাঁচ হইতে ছয় ইঞ্চি চওড়া হয়।

[২] ছাউনি বা পুড়ী ঃ তবলার উপরিভাগ যে চামড়া দ্বারা ঢাকা থাকে তাহাকে ছাউনি বা পুড়ী বলা হয়। এই ছাউনির উপর কানি, গাব, ময়দান প্রভৃতির সমাবেশ হইয়া থাকে।

[৩] পাগড়ী বা গজরা ঃ পুড়ীর চারিদিকে ১৬টি ছিদ্রযুক্ত চামড়ার মালার মত যে বিনুনী করা থাকে তাহাকে পাগড়ী বা গজরা বলা হয়। এই ১৬টি ছিদ্রের মধ্য দিয়া ছোট বা বদ্ধি গলাইয়া ছাউনিকে প্রয়োজনমত টানিয়া বাঁধা হয়। এক ছিদ্র হইতে অপর ছিদ্র পর্যন্ত স্থানকে তবলার ঘাট বলা হয়। প্রতিটি তবলায় ১৬টি ঘাট থাকে।

[৪] কানি বা চাঁটি ঃ পুড়ীর পাশে প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া যে বৃত্তাকার চামড়ার পট্টি লাগান থাকে তাহাকে কিনার বা চাঁটি বলা হয়।

[৫] গাব বা স্যাহী ঃ পুড়ী বা ছাউনির মধ্যস্থলে যে চন্দ্রাকার কালো রঙের মশলা লাগান থাকে তাহাকে গাব বা স্যাহী বলে।

[৬] সুর, লব বা ময়দান ঃ চাঁটি ও স্যাহীর মধ্যবর্তী স্থানকে লব বা ময়দান বলা হয়।

[৭] ছোট বা বদ্ধি ঃ গজরা ও গুড়রীর মধ্য দিয়া যে চামড়ার সরু পট্টি লাগান থাকে তাহাকে ছোট বা বদ্ধি বলা হয়। এই বদ্ধি দ্বারা পুড়ী কষা বা ঢিলা করা হয়।

[৮] গুলি বা গাট্টা ঃ বদ্ধির মধ্যে দুই বা আড়াই ইঞ্চি লম্বা যে আটটি গোল কাঠের টুকরা লাগান থাকে, ইহাদের গুলি বা গাট্টা বলা হয়। এই গাট্টাগুলি প্রায়োজনমত উপরে বা নীচে সরাইয়া তবলার সুর ঠিক করা হয়।

[৯] বেষ্টনী বা গুড়রী ঃ তবলার নীচের দিকে চামড়ার তৈয়ারী ছোট একটি বৃত্তাকার মালার মত দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে গুড়রী বলা হয়।

[বাঁয়ার অঙ্গ]

[১] হাঁড়ি বা কুড়ী ঃ বাঁয়ার প্রধান অঙ্গটিকে হাঁড়ি বা কুড়ী বলা হয়। ইহা সাধারণতঃ মাটি, তামা, পিতল, সীসা প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে। ইহার ভিতরটা ফাঁপা। আকৃতি গোল এবং উচ্চতায় প্রায় দশ ইঞ্চি হয়।

[২] ছাউনি বা পুড়ী ঃ বাঁয়ার উপরিভাগ যে চামড়া দ্বারা ঢাকা থাকে তাহাকে ছাউনি বা পুড়ী বলা হয়। তবলার ন্যায় ছাউনির মধ্যে কানি, গাব, ময়দান প্রভৃতির সমাবেশ হইয়া থাকে। কেবল পার্থক্য এই যে তবলার কানি অপেক্ষা বাঁয়ার কানি একটু বেশী চওড়া হয়। তবলার ঠিক মধ্যস্থলে গাব বা স্যাহী লাগান থাকে। কিন্তু বাঁয়ার এক পার্শ্বে অর্থাৎ গজরা হইতে দুই ইঞ্চি দূরে গাব বা স্যাহী লাগান থাকে।

[৩] পাগড়ী বা গজরা ঃ বাঁয়ার পুড়ীর চারিদিকে চামড়ার তৈয়ারী মালার মত যে বিনুনী করা থাকে তাহাকে পাগড়ী বা গজরা বলা হয়।

[৪] বেষ্টনী বা গুড়রী ঃ বাঁয়ার নীচের দিকে আর একটি চামড়ার মালার মত দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে বেষ্টনী বা গুড়রী বলে।

[৫] ছোট বা ডোরী ঃ বাঁয়ার পুড়ী কষিবার জন্য কোন কোন বাঁয়াতে পিতলের আংটির মত ডোরী লাগান থাকে আবার কোন কোন বাঁয়াতে চামড়ার বদ্ধি লাগান থাকে, ইহাদের ছোট বা ডোরী বলা হয়।